তারিখ ... 05 OCT 1995
পৃষ্ঠা .. ৫ কলাম .. ৬......

দৈনিক বাংলা

135

ক্যাম্পাসের আবর্জনা

ভার্সিটির ক্যাম্পাসের কথা শুনলে সাধারণত একটা পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত পরিবেশের চিত্র মানুষের চোখে ভাসে। জায়গাটা সে রকমই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মোটেই সে রকম নয়। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়েছে। শহীদুল্লাহ হল থেকে নীলক্ষেত পর্যন্ত ভার্সিটি ক্যাম্পাসের ৫টি আবাসিক এলাকায় আবর্জনা অপসারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র ময়লা ফেলায় সমস্ত পরিবেশ দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে সিটি করপোরেশন তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করায় পরিস্থিতির এই দুর্গতি হয়েছে। উল্লেখ্য, আবর্জনা অপসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গাড়ি বা ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে সিটি করপোরেশনের ওপর নির্ভরশীল।

ভার্সিটি ক্যাম্পাসের এই করুণ হাল সিটি করপোরেশনের কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার অন্যতম নজীর। ওই এলাকায় প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী থাকেন। এই প্রায় ২৫ হাজার মানুষের জন্য মাত্র ৫টি ডাস্টবিন। প্রতি দিন টন টন বর্জ্য রাস্তার পাশে ফেলা হয়। এই ময়লা সরাবার আবেদন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সিটি করপোরেশনকে চিঠি লেখা হয়। টেলিফোন করা হয়। কিন্তু তারা আসে তাদের ইচ্ছামত। অগত্যা ক্যাম্পাসের ছাত্র- শিক্ষক ও অন্যান্যের ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধ নিয়েই জীবনযাত্রা।

সিটি করপোরেশন যে শুধু ভার্সিটি ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পালনেই ব্যর্থ তা অবশ্য নয়। সামগ্রিকভাবে নগরীর পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়িত্বও ওই সংস্থাটি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেনি। ঢাকা নগরীর অনেক এলাকাই এখন আবর্জনা ও দুর্গন্ধকবলিত। সিটি করপোরেশনের গাড়ি এমনিতেই নিয়মিত ময়লা আপসারণ করে না। তার ওপর ঘন ঘন হরতাল ওই সংস্থার ব্যর্থতাকে আরো প্রকট করে তুলতেই সাহায্য করেছে। ঢাকার অনেক এলাকায় এখন প্রায় স্থায়ীভাবে আবর্জনা জমা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সিটি করপোরেশনের বদৌলতে ঢাকার কপালে ‘আবর্জনা নগরী’ খেতাব পাবার যোগ থাকতে পারে বলে আমাদের আশংকা হয়।

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী নগরী। তাই ঢাকা সিটি করপোরেশনের দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে কিছু বেশীই হবার কথা। কিন্তু এ দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে করপোরেশন যে সচেতন তা তাদের কাজ-কর্মের ধরন দেখে বোঝার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে দূষিত করে, নগরীকে আবর্জনাময় রেখে সংস্থাটি একটা মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। নগরীর বাশিন্দাদের আস্থা হারাচ্ছে। বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার মত বোধ তাদের জাগ্রত হবে আমরা এ আশা করব।